সাপ্তাহিক বর্তমান
৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বিশেষ রচনা

বৃদ্ধাশ্রম

একাকিত্ব আর যন্ত্রণার ঠিকানা

গোবিন্দপুরের আনন্দ আশ্রম। এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত শান্তশ্রী রায়ের মতে তাঁদের আবাসিক ৮ জনই বেশ ভালো রয়েছেন। এখানে মাসিক খরচ লাগে ৭০০০—৯০০০ টাকা। আর ভরতি হতে দেড় লক্ষ টাকা। খরচ একটু বেশি। তবে আবাসিকদের পরিবারের সঙ্গে কোথাও কোনও সমস্যা হলে তা বুঝতে দেন না আবাসিকদের। শান্তশ্রী রায়ের কথায়, টাকাপয়সা না এলেও অনেক সময় আবাসিকরা তা জানতেও পারেন না। সাধারণ মানুষের থাকার জন্য এরা আগামী দিনে খরচ কমিয়ে আনার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছেন।

আনন্দ আশ্রমের বর্তমান সদস্য ৮ জন। ২ জন পুরুষ, ৬ জন মহিলা। এখানে আবাসিক হতে খরচ লাগে দেড় লক্ষ টাকা। এবং মাসিক খরচ ৭০০০—৮০০০ টাকা। এখানকার আবাসিক হওয়ার জন্য ৬০ বছর বয়স আবশ্যিক। আশ্রমের নিজস্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যোগাসন প্রশিক্ষণ ও নানান বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগের জন্য রয়েছে ওয়েবসাইট www.anandaashram.net। কর্তৃপক্ষের দাবি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশ বিদেশের বহু মানুষ তাদের আশ্রমের আবাসিক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শহরের আনাচেকানাচে তর তর করে গজিয়ে উঠছে বৃদ্ধাশ্রম। চলছেও ভালোই। এই বেড়ে চলা বৃদ্ধাবাসের সংখ্যা কি আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের রূপটাই আরও প্রকট করে তুলছে না? আজকের প্রজন্মের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে না? আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ কি এখনও সচেতন হবে না?

তবে হাজার দুঃখের মধ্যেও আবাসিকদের ভালো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কর্তৃপক্ষ। মাঝেমধ্যে বেড়াতে যাওয়া, নাটক, থিয়েটার, গান, বাজনা, ভজন-পাঠ, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়। ফাদারস্ ডে, মাদারস্ ডে, রাখি, ভাইফোঁটা, দুর্গাপুজো, দোল, দিওয়ালি সব কিছুই হয় বৃদ্ধাবাসগুলিতে। তবে সব আয়োজনেই কোথাও যেন ফাঁকা, একাকিত্ব থেকে যায়। যা কখনও কাটার নয়।